সংবাদ

তারিখ 14 NOV 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

পাবলিক পরীক্ষায় খাতা দেখায় ভুল, শাস্তি এবং শিক্ষার্থীদের স্বার্থ

পাবলিক পরীক্ষা অর্থাৎ এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার খাতা দেখায় ভুল এবং ভুল না শোধরানো আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটা বড় ধরনের সমস্যা হয়ে রয়েছে। খাতা দেখায় ভুল, খাতায় নম্বর বিভ্রাটের মতো সমস্যাগুলো প্রতিকারহীনভাবে চলে আসছে যুগ যুগ ধরে এবং এর ভিকটিম হাজার হাজার ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়েছে। অনেক মেধাবী ছাত্রের শিক্ষাজীবন ধ্বংস হয়ে গেছে, তারা বঞ্চিত হয়েছে উচ্চতর শিক্ষা থেকে।

শিক্ষা বোর্ডগুলোর কম্পিউটার কেন্দ্রের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ১৫ লাখ ৬১ হাজার ৪৬৮ ছাত্রছাত্রী এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেয়। আর ৯টি শিক্ষা বোর্ডে এ বছরের এসএসসি ও এইচএসসিসহ সমমানের পরীক্ষার খাতা দেখায় প্রাথমিকভাবে ২১ হাজার সাতটি ভুল চিহ্নিত হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র জানাচ্ছে এ সংখ্যা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। খাতা দেখার সম্পূর্ণ ভুলত্রুটি চিহ্নিত হলে কয়েক হাজার পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষককে শাস্তির আওতায় আসতে হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে। জানা গেছে, প্রতি বছর ৯টি বোর্ডে ১৫ থেকে ২০ হাজার শিক্ষার্থী 'খাতা দেখায় ভুল' হয়েছে দাবি করে নির্ধারিত ফি দিয়ে খাতা পুনঃনিরীক্ষার আবেদন করে। খাতা পুনঃনিরীক্ষার আবেদনের পর নম্বরযোগে ভুলভ্রান্তি থাকলে বা কোন উত্তরের বিপরীতে নম্বর না দেয়ার প্রমাণ পেলে প্রতিকার হয়। তবে পরীক্ষক নম্বর কম দিলে পরীক্ষার্থীর কিছুই করণীয় থাকে না। খাতা পুর্নঃনিরীক্ষায় নম্বর কম দেয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলেও তা বাড়ানোর সুযোগ নেই এবং এ বিষয়টি শিক্ষা বোর্ডগুলোর আইন অনুযায়ী সুরক্ষিত।

এখন খাতা দেখায় ভুল হলে পরীক্ষক ও প্রধান পরীক্ষকদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। পাবলিক পরীক্ষায় ফল প্রকাশে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্যে পরীক্ষার খাতা দেখায় যেসব ভুলত্রুটি হয়ে থাকে সেগুলো চিহ্নিত করে দায়ী পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। উদ্দেশ্য ভুলত্রুটির পুনরাবৃত্তি রোধ করা। শাস্তি সম্পর্কে শিক্ষা বোর্ডগুলোর কম্পিউটার কেন্দ্রের চেয়ারম্যান বলেছেন, যেসব পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষকের ভুল, অবহেলা ও গাফিলতির কারণে পরীক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়ে যায় সেসব শিক্ষককে কালো তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে। এছাড়া ভুলের মাত্রা অনুযায়ী খাতা দেখা থেকে বিরত রাখা, এমপিও বাতিল, পারিশ্রমিক কর্তনসহ বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা থাকছে।

পাবলিক পরীক্ষায় খাতা দেখার সময় নম্বর যোগ করতে ভুলভ্রান্তি, কোন প্রশ্নের বিপরীতে নম্বর না দেয়া এবং কম নম্বর দেয়ার মতো যেসব ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকে তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে ব্যক্তিগতভাবে ছাত্ররা এবং সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষকদের এ ধরনের ভুল হওয়ার ফলে কোন কোন ছাত্রের শিক্ষা জীবন নষ্ট হয়ে গেছে এমন নজিরও রয়েছে। এবং পুনঃনিরীক্ষার নামে যে প্রতিকারটি করার কথা বলা হয়ে থাকে সেটা আসলে কোন প্রতিকারই নয়। একজন ছাত্রকে পরীক্ষক যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেছেন কি না, নাকি নিজের খেয়ালখুশিমতো একটা নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন এটা যাচাই করার কোন সুযোগ নেই। বলা হয়ে থাকে আইন দ্বারা এটি সুরক্ষিত। অর্থাৎ আইন দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংস করার ব্যবস্থাটিকে পাকাপোক্ত করা হয়েছে। আমরা মনে করি ওই আইন পরিবর্তন করে একজন ছাত্রকে পরীক্ষার খাতায় যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়েছে কি না, তাকে কম নম্বর দেয়া হয়েছে কি না সেটা স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিরীক্ষার সুযোগ থাকতে হবে। অর্থাৎ ভুল করা শিক্ষকদের সুরক্ষার আইনটি পাল্টাতে হবে। শুধু তাই নয়, খাতা দেখার মান্ধাতার আমলের পদ্ধতিটিও পাল্টাতে হবে। খাতা দেখা, নম্বর দেয়া, খাতা পুনঃনিরীক্ষা করার আইনগুলো যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করতে হবে। এভাবেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শুধু শাস্তির বিধান থাকলেই স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় না।

খাতা দেখায় ভুলত্রুটি হওয়ার জন্য বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তির বিধান যে করা হচ্ছে সেটা সুচনা হিসেবে সমর্থন করা যায়। তবে এক্ষেত্রে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর জন্য সুবিচার করতে হলে আইনগুলো যুগোপযোগী করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। শুধু যান্ত্রিকভাবে কিছু শাস্তির বিধান করলেই সমস্যার সমাধান হবে এমনটা আশা করা যায় না।